নারীর গায়রাত কুফর এবং পুরুষের গায়রাত ঈমান

লেখকঃ এইচ.এইচ.এস আসিফ আলী ইমামী

Maqtab Thaqalayn
Established in 2020

প্রকাশকঃ মাক্তাবে সাকালাইন

maqtabethaqalayn.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ اِلتَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَاللَّعْنَةُ عَلَى
أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔

Maqtab Thaqalayn
Established in 2020

COPYRIGHT

maqtabethaqalayn.com

ভূমিকা

দ্বীন ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি নিহিত রয়েছে পবিত্র কোরআন এবং মা'সুম ইমামগণের (আ.) সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল শিক্ষার ওপর। আহলে বাইতের (আ.) মাকতাব বা পন্থায় কোনো মাসআলা বা হাদিস অনুধাবন করার ক্ষেত্রে নিজস্ব মনগড়া রায়, অনুমান কিংবা বাহ্যিক দর্শন চাপিয়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই। শিয়া মাযহাবের মূল নীতিই হলো— «يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً» অর্থাৎ, মাসুমিনের একটি বাণী অপর বাণীর ব্যাখ্যা করে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, ইদানীং কিছু অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে অসচেতনতা কিংবা পক্ষপাতিত্বের কারণে মাওলা আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর পবিত্র বাণীগুলোর এমন বিকৃত ও মনগড়া ব্যাখ্যা পরিবেশিত হচ্ছে, যা সাধারণ পাঠকের মনে ইসলাম ও নারীসমাজ সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্ম দিচ্ছে।

maqtabethaqalayn.com

সম্প্রতি বাংলায় প্রকাশিত ‘কালেমাতে কেসার’ নামক গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় আমিরুল মুমিনিন (আ.)-এর একটি সংক্ষিপ্ত বাণী— «غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ، وَغَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ»-এর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা শরিয়তের মূল স্পিরিট এবং আহলে বাইতের (আ.) প্রকৃত হাদিসধারার সাথে সাংঘর্ষিক। সেখানে লেখকের নিজস্ব ইস্তিদলাল ও মনগড়া যুক্তির মাধ্যমে নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগত অনুভূতিকে সরাসরি ‘আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহ বা কুফরি’ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে আমরা কোনো পন্ডিত বা ব্যক্তির ব্যক্তিগত রায় কিংবা কিয়াসের আশ্রয় নেব না; বরং সরাসরি কুরআন, নাহজুল বালাগাহ এবং আল-কাফির মতো শিয়াদের সর্বসম্মত নির্ভরযোগ্য হাদিসগ্রন্থের আলোকে আমিরুল মুমিনিন (আ.) ও অন্যান্য আইমা আতাহার (আ.)-এর পবিত্র বাণীর প্রকৃত ও সঠিক রূপটি তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। আশাকর্তা, এই ক্ষুদ্র প্রয়াস পাঠকদের মন থেকে ভুল ধারণার কালিমা দূর করে আহলে বাইতের বিশুদ্ধ মারফাতের আলো ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে।

maqtabethaqalayn.com

আমাদের আপত্তি

“কালেমাতে কেসার” বইটির ৯৪ পৃষ্ঠার ১২১ নম্বর ব্যখ্যায় লেখক একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করেছেন, যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে **“পুরুষ ও নারীর আত্মসম্মানবোধের পার্থক্য”**।
সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে,
মাওলা আলী (আ.) বলেনঃ
নারীর (স্বামীর বিষয়ে) ঈর্ষা ও স্পর্শকাতরতা হলো কুফরের শামিল আর পুরুষের ক্ষেত্রে (স্ত্রীর বিষয়ে) ঈর্ষা ও স্পর্শকাতরতা ঈমান বলে গন্য।

মেসাম বাহরানি তার এ কিতাবে মাওলা আলী (আ.) এর এই হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা নিচে তুলে ধরা হলো।
স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকার বিষয়ে নারীর ঈর্ষা ও স্পর্শকাতরতা প্রদর্শন কুফুরের শামিল। কারণ তার এ ঈর্ষা ক্রোধ আল্লাহর বিধানের প্রতি প্রতিবাদ থেকে জন্ম নেয, যা আল্লাহর প্রতি তার আত্মসমর্পণ এর পরিপন্থী মনোভাবের প্রকাশ।

maqtabethaqalayn.com

আল্লাহ যিনি পুরুষের সৃষ্টিকারী তিনি তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত এ কারণে তিনি এ ব্যাপারে তার মানসিক চাহিদার সামঞ্জস্যশীল বিধান করেছেন।অপরদিকে নারীর জন্য স্বামী ব্যাতিত অন্য কোন পুরুষের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণবোধ তার প্রকৃতির পরিপন্থী বৈশিষ্ট্য এবং এটা তার বিচ্যুতি বলে গণ্য। তাই আল্লাহ এ ক্ষেত্রে এক নারীর ক্ষেত্রে একাধিক স্বামী গ্রহনের বিষয়টি হারাম ও অবৈধ ঘোষণামহান করেছেন। কোন নারীর এই বিধানকে অগ্রাহ্য করা আল্লাহকে ক্রধান্বিত করে। তাই স্ত্রীর যে কোন বিচ্যুতি স্বামীর স্পর্শকতারতা ও ক্রোধ প্রকাশ আল্লাহর ক্রোধের অনুকূ। এ কারণে তা পুরুষের জন্য ঈমানের পরিচয়ক।

maqtabethaqalayn.com

আমদের জবাব

পাঠক আপনারা লক্ষ্য করুন যে মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বাণীর অনুবাদে খেয়ানত করা হয়েছে সর্বপ্রথম আমি নাজুল বালাগার এ খুতবার আরবি ইবারত দেব।

ইমাম আলী আলাইহিস সালাম বলেনঃ

غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ، وَغَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ

নারীর গায়রত/ঈর্ষা কুফর এবং পুরুষের গায়রত/ঈর্ষা ঈমান।

সূত্রঃ নাহজুল বালাগাহর আরবি সংস্করণ “হিকমত অধ্যায়” হিকমত নং ১২৪।

পাঠক আপনারা লক্ষ্য করুন আমি যে আপনাকে এখন যে অনুবাদ দিয়েছি সেটা আরবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আপনারা চাইলে আরবি ও বাংলায় যারা বিশেষজ্ঞ তাদেরকে দিয়ে সত্যায়িত করিয়ে নিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অনুবাদে কোন খেয়ানত পাবেন না।

কিন্তু কালেমাতে কেসার গ্রন্থের লেখক ও বাংলা অনুবাদক মাওলা আলী আলাইহিস সালামের বাণীর অনুবাদে খেয়ানত করেছে। আমি আবারও তাদের অনুবাদ দিচ্ছি আপনারা লক্ষ্য করুন তাদের অনুবাদ হলোঃ

“নারীর (স্বামীর বিষয়ে) ঈর্ষা ও স্পর্শকাতরতা হলো কুফরের শামিল আর পুরুষের ক্ষেত্রে (স্ত্রীর বিষয়ে) ঈর্ষা ও স্পর্শকাতরতা ঈমান বলে গণ্য।”

আপনারাই লক্ষ্য করুন তারা অনুবাদে কিভাবে খেয়ানত করেছে? বিশেষ করে **“স্বামীর বিষয়ে”** এবং **“স্ত্রীর বিষয়ে”** এটি মূল বাক্যের অংশ নয়। এগুলো লেখকের মনগড়া ব্যাখ্যা। যারফলে পাঠকের কাছে এমন ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ইমাম আলাইহিস সালাম মূলত **বিবাহিত নারী-পুরুষের দাম্পত্য ঈর্ষা নিয়েই কথা বলেছেন।**

অথচ মূল বাক্যটি এত সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ যে, এর নির্দিষ্ট প্রয়োগ নির্ধারণ করতে হলে অন্য রেওয়ায়েত ও মুহাদ্দিসদের বক্তব্য আনতে হবে।

maqtabethaqalayn.com

তবে এখানে মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের মূল বাণীতে কোথাও বলা হয়নি যে, **নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করলে তার ঈর্ষা বা মানসিক কষ্টই কুফর।** আবার কোথাও বলা হয়নি যে, **নারীর এই ঈর্ষা অবশ্যই আল্লাহর বিধানের প্রতি প্রতিবাদ বা আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করার ফল।** কিন্তু ইবনে মায়সাম আল-বাহরানি এই সংক্ষিপ্ত বাণীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট অর্থ দাঁড় করিয়েছেন।

তাঁর বক্তব্যের সারকথা হলো, পুরুষের গায়রত ঈমানের পরিচয়, কারণ সে এমন বিষয়ের বিরোধিতা করে যা আল্লাহ অপছন্দ করেন, আর নারীর গায়রত কুফর, কারণ সে পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার বৈধতাকে অপছন্দ করে।

তিনি ইমামের বাণী থেকে এমন একটি নির্দিষ্ট কারণ বের করেছেন, যা ইমামের বাণীতে আদৌ উল্লেখ নেই। এরপর সেই নিজের নির্ধারিত কারণের ওপর ভিত্তি করে **নারীর ঈর্ষাকে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।** এটি ইমামের বাণীর সরাসরি অনুবাদ নয়, বরং ব্যাখ্যাকারীর নিজস্ব ইস্তিদলাল।

maqtabethaqalayn.com

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, **"নারী ঈর্ষা করলেই সে আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করছে"** এই দাবির জন্য স্বতন্ত্র দলিল প্রয়োজন। কারণ **মনের স্বাভাবিক কষ্ট বা ঈর্ষা এবং আল্লাহর শরিয়তকে অস্বীকার করা এক বিষয় নয়।**

বরং আমাদের হাদিসেই ইমাম আবু আবদুল্লাহ জাফর আস-সাদিক আলাইহিস সালাম থেকে এসেছে:

، أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال ذلك من الحب.

আবু আলি আল-আশআরি, মুহাম্মাদ বিন আবদুল জব্বার থেকে, সাফওয়ান থেকে, ইসহাক বিন আম্মার থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন:
আমি ইমাম জাফর সাদিক (আলাইহিস সালাম)-কে বললাম: নারী যখন পুরুষের ওপর অভিমান করে এবং তাকে কষ্ট দেয় (তা কেমন)? তিনি বললেন: তা হলো ভালোবাসার কারণে।

maqtabethaqalayn.com

সূত্রঃ মিরআতুল উকুল, খণ্ড: ২০ , পৃষ্ঠা: ৩১৭ (আল্লামা আল-মজলিসি)

অতএব, নারীর ঈর্ষাকে সর্বাবস্থায় **“আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ”** হিসেবে চিহ্নিত করা হাদিসের সামগ্রিক আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ইবনে মায়সাম আল-বাহরানীর এখানে মৌলিক ভুল হলো, তিনি মাওলা আলী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত বাণীর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট কারণ প্রবেশ করিয়েছেন এবং পরে সেই অনুমিত কারণের ভিত্তিতেই ‘নারীর গায়রত’কে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ ইমামের মূল বাণীতে দ্বিতীয় বিবাহ, স্বামীর একাধিক স্ত্রী, আল্লাহর বিধানের প্রতি আপত্তি কিংবা শরিয়ত অস্বীকার করার কোনো কথাই নেই। আর এই শারেহের সাথেইমামের বাণীর অপরিহার্য অর্থ হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া দলিলের সীমা অতিক্রম করা।

কোনো নারী তার স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ বা দ্বিতীয় বিবাহে কষ্ট পেলেই সে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করেছে, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেবল **‘غيرة المرأة كفر’** বাক্য যথেষ্ট নয়। কারণ অনুভূতি, ঈর্ষা ও শরিয়তের বিধান অস্বীকার করা এক জিনিস নয়। কাজেই ইবনে মায়সামের ব্যাখ্যায় এই তিনটি বিষয়কে এক করে ফেলা একটি প্রমাণহীন সংযোগ।

হাদিসের সহিহ ব্যাখ্যা

পাঠক আমি এখানে নিজের কোন মনগড়া ব্যাখ্যা দেব না আমি ব্যাখ্যা দেবো মাসুম ইমাম (আ.) এর হাদিসের অনুসারে। মনে রাখবেন মাসুম ইমামের হাদিসের ব্যাখ্যা মাসুম ইমামের হাদীস থেকে দিতে হয় নিজেদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ইমামের হাদিসের নিজের মত করে ব্যাখ্যা বের করা শিয়া মাযহাবের অনুসারে কুফর।

শিয়াদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-কাফিতে বর্ণিত হয়েছেঃ

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَالْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَإِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.

আমাদের কয়েকজন সঙ্গী, আহমদ ইবন আবি আবদুল্লাহ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান থেকে, তিনি ইউসুফ ইবন হাম্মাদ থেকে, তিনি এমন একজনের মাধ্যমে যাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি জাবির থেকে বর্ণনা করেন। জাবির বলেন, আবু জাফর আল বাকির আলাইহিস সালাম বলেছেন:

"নারীদের জিরাহ বা অসূয়া হলো হিংসা, আর হিংসা হলো কুফরির মূল। নিশ্চয় নারীরা যখন অভিমান বা ঈর্ষান্বিত হয়, তখন তারা রাগান্বিত হয়; আর যখন রাগান্বিত হয়, তখন কুফরি করে—তবে তাদের মধ্যে যে মুসলিম নারীরা রয়েছে তারা ছাড়া।"

আল-কাফি, খণ্ড ৫, কিতাবুত নিকাহ/বিয়ে অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ১৪৬, হাদিস -৪।

যখন আমিরুল মুমিনিন আলী (আ.) বলেন, "নারীর অসূয়া কুফরি এবং পুরুষের অসূয়া ঈমান", তখন বাহ্যিকভাবে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, জিরাহ বা ঈর্ষা তো একটি প্রবৃত্তিগত বিষয়, তবে কেন নারীর ক্ষেত্রে এটি কুফরি এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ঈমান হবে?

এই ইশকে ইলাহী ও হিকমতের দরজাটি খুলে দিচ্ছেন স্বয়ং ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)। একজন শিয়া তালেব এ ইল্ম হিসেবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মা'সুমিনদের বাণী একে অপরকে ব্যাখ্যা করে **(يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً):**

- **নারীর জিরাহ কেন হিংসা ও কুফরির রূপ নেয়?** ইমাম সাদিক (আ.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, নারীদের জিরাহ মূলত আত্মকেন্দ্রিক হিংসা থেকে জন্ম নেয়। পুরুষদের ওপর আল্লাহ তাআলা কিছু বিশেষ বিধান দিয়েছেন (যেমন বহুবিবাহ বা পারিবারিক কাঠামোর অভিভাবকত্ব)। একজন নারী যখন অতিরিক্ত অসূয়ার বশে আল্লাহর এই নির্ধারিত বিধান বা শরিয়তের কোনো হুকুমের সামনে জিদ ধরে বা অন্তরে ক্ষোভ পোষণ করে, তখন সে মূলত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও নির্দেশের সাথে কুফরি বা অস্বীকারের গণ্ডিতে পা রাখে। শরিয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় বিধানের সামনে প্রবৃত্তিগত বিদ্রোহ।

maqtabethaqalayn.com

- **ব্যতিক্রম বা "إلا المسلمات منهن":** হাদিসের শেষাংশে ইমাম (আ.) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত জুড়ে দিয়েছেন— "তবে তাদের মধ্যে যে মুসলিম নারীরা রয়েছে তারা ছাড়া"। এখানে 'মুসলিম' দ্বারা সাধারণ নামধারী মুসলিম নারী বোঝানো হয়নি, বরং তাদের বোঝানো হয়েছে যারা আত্মসমর্পণকারী (মুমিন ও সালেহা)। এই বিশেষ মুমিন নারীরা নিজেদের প্রবৃত্তির দাবানল ও অসূয়াকে আল্লাহর হুকুম এবং ইমানের বেড়াজালে আটকে রাখেন। রাগের মাথায় তারা শরিয়তের বিরুদ্ধে চলে যান না।
- **পুরুষের জিরাহ কেন ঈমান?** অন্যদিকে, পুরুষের জিরাহ হলো তার 'গায়রাত' বা আত্মমর্যাদা। শরীয়ত পুরুষকে তার পরিবার, স্ত্রী এবং পবিত্রতার 'কোয়াম' বা অভিভাবক বানিয়েছে। একজন পুরুষ যখন তার ঘরের ইজ্জত-আব্রু এবং সীমানা রক্ষায় সচেষ্ট হয় এবং অন্য কোনো বহিরাগত হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আত্মমর্যাদাবোধ দেখায়, তখন তা তার ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ এটি আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব ও আমানত রক্ষার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

maqtabethaqalayn.com

অতএব, আমিরুল মুমিনিন আলী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত বাণীটির বিস্তারিত ও বাস্তব রূপায়ন আমরা দেখতে পাই ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.)-এর এই হাদিসে। নারী তার প্রবৃত্তিগত অসূয়াকে যখন শরিয়তের ওপর স্থান দেয়, তখন তা ধ্বংস ও কুফরি ডেকে আনে (যদি না সে সত্যিকার অনুগত মুসলিম নারী হয়)। আর পুরুষ যখন তার আত্মমর্যাদাবোধ ও পবিত্রতা রক্ষায় অসূয়া বা গায়রাত প্রদর্শন করে, তা তার ইমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়।

আলোচনার পরিশেষে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, দ্বীনি জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এবং মাসুম ইমামগণের (আ.) সংক্ষিপ্ত বাণী অনুধাবনের ক্ষেত্রে বাহ্যিক অনুমান কিংবা নিজের পক্ষ থেকে কারণ দাঁড় করানো মারাত্মক এক বুদ্ধিবৃত্তিক খিয়ানত। ইবনে মায়সাম আল-বাহরানি কিংবা বর্তমান সময়ের কিছু অনুবাদক আমিরুল মুমিনিন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর «غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ...» বাণীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে ভুল পথে হেঁটেছেন, তা মূলত মূল হাদিসের উদ্দেশ্যকে বিকৃত করেছে।

maqtabethaqalayn.com

আমরা আল-কাফি ও অন্যান্য প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে ইমাম জাফর আস-সাদিক (আ.) এবং ইমাম বাকির (আ.)-এর সুনির্দিষ্ট বর্ণনার আলোকেই প্রতিপাদন করেছি যে, মনের স্বাভাবিক কষ্ট, অভিমান কিংবা ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত ঈর্ষা এবং শরিয়তের বিধানকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়। যখন কোনো নারী তার প্রবৃত্তিগত অসূয়াকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে জিদ বা অহংকারে রূপ দেয়, কেবল তখনই তা কুফরির গণ্ডিতে প্রবেশ করে—যেমনটি ইমাম বাকির (আ.)-এর বর্ণনায় 'ইল্লাল মুসলিমাতি (ব্যতিক্রম মুমিন নারীরা) বাক্যের মাধ্যমে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে পুরুষের গায়রাত বা আত্মমর্যাদাবোধ তার ঈমানের পরিচায়ক, যা পরিবার ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষায় আল্লাহর অর্পিত আমানত।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, মহান আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের কলম ও চিন্তাকে আহলে বাইতের (আ.) খাটি মারফাত, কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুধাবন এবং সকল প্রকার মনগড়া ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত রাখেন। তিনিই সর্বজ্ঞ এবং হিকমতের উৎস।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
الطَّاهِرِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ۔

আল্লাহ হাফিয ওয়া নাসির

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
القرآن الكريم
AL-QUR'AN
Maqtab Thaqalayn
Established in 2020
মাক্তাবে সাকালাইন
কুরআন ও আহলে বাইত —
নাজাতের দুই আলোকস্তম্ভ।
أهل البيت
AHLUL BAYT
ইলম • ইহসান • ইত্তেহাদ | কুরআন ও আহলে বাইতের প্রেমে গড়ি আলোকিত জীবন